কিশোর গোয়েন্দা অ্যাডভেঞ্চার সিরিজ

টিন ডিটেকটিভস ১

শ্ শ্ শ্

অনীশ দাস অপু

বেঙ্গলবুকস

টিন ডিটেকটিভস
সিরিজ লেখার নেপথ্যে

বিদেশি সাহিত্য এবং চলচ্চিত্রে নারী গোয়েন্দা-গুপ্তচরদের ছড়াছড়ি। বহু গল্প লেখা হয়েছে নারী গোয়েন্দা নিয়ে, বহু সিনেমা বানানো হয়েছে নারী গুপ্তচরদের নিয়ে। যেসব বই লেখা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় আগাথা ক্রিস্টির *জেন মারপল*, ক্যারোলিন কিনির *ন্যান্সি ড্রিউ*, পিটার ও'ডনেলের *মডেস্টি ব্লেইজ* ইত্যাদি। আগাথা ক্রিস্টি *জেন মারপল*কে নিয়ে বারোটি উপন্যাস লিখেছেন, গল্প রচনা করেছেন অসংখ্য। সবগুলোই পেয়েছে পাঠকপ্রিয়তা। আর *ন্যান্সি ড্রিউ*কে নিয়ে এ পর্যন্ত ছয়শো বই লেখা হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো ক্যারোলিন কিনির নামে বইগুলো বেরোলেও এটি তাঁর আসল নাম নয়, ছদ্মনাম। ক্যারোলিন কিনির ছদ্মাবরণে অন্তত দশজন নামিদামি লেখক এ সিরিজের বইগুলো লিখেছেন গোস্ট-রাইটার হিসেবে। *ন্যান্সি ড্রিউ* সিরিজটি অসম্ভব জনপ্রিয়তা পাবার কারণেই

এতগুলো গোস্ট-রাইটার দিয়ে বইগুলো লেখানো হয়। ন্যান্সি ড্রিউ একজন শখের গোয়েন্দা। সে কখনও একা, কখনও তার দুই বান্ধবীকে নিয়ে দেশে-বিদেশে গোয়েন্দাগিরি করে বেড়ায়। খুবই চমকপ্রদ সেইসব গোয়েন্দাকাহিনি!

পিটার ও'ডনেলের *মডেস্টি ব্লেইজ* আবার *ন্যান্সি ড্রিউর* বিপরীত। সে এক দুর্ধর্ষ স্পাই। দুনিয়া জুড়ে ভয়ংকর সব অ্যাসাইনমেন্টের নেশায় ঘুরে বেড়ায়। মডেস্টি ব্লেইজকে বলা হয় নারী জেমস বন্ড। *মডেস্টি ব্লেইজকে* নিয়ে ষাটের দশকের শুরুতে কমিক স্ট্রিপ আঁকা হয়েছিল। কমিক স্ট্রিপগুলো অভাবনীয় জনপ্রিয়তা পেয়ে গেলে পিটার ও'ডনেল এই চরিত্রটি নিয়ে বই লিখতে শুরু করেন। দারুণ হিট হয়েছে প্রতিটি বই।

আমেরিকা বা ইউরোপে নারী গোয়েন্দা এবং নারী গুপ্তচরদের নিয়ে বহু গল্প লেখা হলেও বাংলাদেশের রহস্য-সাহিত্যে আমরা তেমন কাউকে আজতক পাইনি। প্রয়াত কাজী আনোয়ার হোসেনের *মাসুদ রানা* সিরিজে সহযোগী চরিত্র হিসেবে সোহানা কিংবা রুপাকে বেশ কয়েকটি বইতে পাওয়া গেলেও এই দুই নারীকে প্রাধান্য দিয়ে কোনও বই-ই লেখা হয়নি। অথচ মাসুদ রানার পাশাপাশি শুধু সোহানা কিংবা রুপাকে নিয়ে যদি কোনও আলাদা স্পাই সিরিজ রচনা করতেন কাজীদা, জমে ক্ষীর হয়ে যেত! কারণ, কাল্পনিক গোয়েন্দা সংস্থা বিসিআইয়ের দুর্ধর্ষ দুই গুপ্তচর সোহানা এবং রুপার একক গোয়েন্দা অভিযান পাঠকরা অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে পাঠ করতেন নতুনত্বের আশায়।

ন্যান্সি ড্রিউ কীভাবে নতুন করে শুরু করা যায় তা নিয়ে বারকয়েক আজহার ভাইয়ের সাথে আমার মিটিং-সিটিং হলো। তিনি চাইছিলেন *ন্যান্সি ড্রিউর* একদম শুরুর বই থেকে আমি যেন অ্যাডাপটেশন শুরু করি। শুরুর দিকের কয়েকটি বই আমার পড়া ছিল। খুবই ইন্টারেস্টিং কাহিনি। তবে আজহার ভাই বলে দিলেন হুবহু অনুবাদ চলবে না, প্রয়োজনে কাহিনি এবং চরিত্রচিত্রণে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে।

আমি তাই করলাম। বেশ কিছু জায়গায় মডিফাই করা হলো গল্প, চরিত্রগুলোতেও পরিবর্তনের ছোঁয়া থাকল। মূল চরিত্র ন্যান্সি ড্রিউকে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বানালাম প্রবাসী বাংলাদেশি ডিটেকটিভ শ্রাবণী চৌধুরী, তার আমেরিকান বান্ধবী শেরিল উইলিয়ামস এবং ভারতীয় বান্ধবী সুজানা শর্মা। ওরা একটি গোয়েন্দা সংস্থা তৈরি করেছে তিন জনের ইংরেজি নামের আদ্যাক্ষর মিলিয়ে *S S S*—বাংলায় যা *শ্ শ্ শ্*। সিরিজের নতুন নাম রাখলেন আজহার ভাই—*টিন ডিটেকটিভস*।

বাংলা ভাষার রহস্য-সাহিত্যে নারী গোয়েন্দা চরিত্রের প্রকট অভাবের অনুভূতি থেকেই নতুন প্রচেষ্টা—গোয়েন্দা *টিন ডিটেকটিভস* সিরিজ। এ সিরিজটিকে কিশোর থ্রিলার কিংবা কিশোর গোয়েন্দা অ্যাডভেঞ্চার দু'নামেই অভিহিত করা যায়।

গোয়েন্দা *টিন ডিটেকটিভস* সিরিজের প্রথম বই *শ্ শ্ শ্* লিখতে আমার বেশি সময় লাগেনি—সপ্তাহ দুই। তবে সম্পাদনায় অনেক সময় গিয়েছে। কারণ সম্পাদক

হিসেবে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে আজহার ফরহাদ সাহেব। তাঁর তীক্ষ্ণ চোখে খুঁটিনাটি অনেক কিছুই এড়ায় না। ফলে তথ্যগত যেসব ত্রুটি আমার নজর ফাঁকি দিয়েছিল সেসব জায়গায় তাঁর সম্পাদনার র‍্যাডার গিয়ে ফিক্সড হলো এবং ভুলগুলো সারিয়ে নেয়া হলো। তারপরও যদি কিছু ভুলচুক থেকে যায়, সেই দায়ভার আমার। আর পাঠক-সাড়া পেলে সিরিজটি *বেঙ্গলবুকস* থেকে বে-থ্রিলার পেপারব্যাক হিসেবে নিয়মিত প্রকাশ করার যথেষ্টই ইচ্ছে আছে আমাদের। শুরুতে কয়েকটি কাহিনি *ন্যান্সি ড্রিউ* থেকে বাছাই করা হলেও সামনে অন্যান্য বিদেশি গল্প অবলম্বনে (এর মধ্যে *মডেস্টি ব্লেইজ*-এর ধুন্ধুমার অ্যাকশন কাহিনিও থাকবে) নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী প্লট সাজাব। কোনও কোনোটি আবার মৌলিক রচনাও হবে। *টিন ডিটেকটিভস* আপাতত বিদেশের মাটিতে গোয়েন্দাগিরি করলেও বাংলাদেশেও তারা আসবে অ্যাডভেঞ্চার করতে।

অপেক্ষায় থাকুন আপনারা।

অনীশ দাস অপু

ঢাকা, বাংলাদেশ

এক

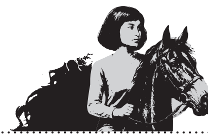

অ্যারিজোনার সবচেয়ে বড় এবং ব্যস্ততম ফিনিক্স স্কাই হারবার ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের মসৃণ টারমাকের এক নম্বর টার্মিনাল। বেলা বারোটা বেজে দশ মিনিট। ডেল্টা এয়ারলাইন্সের একটি ডমেস্টিক ফ্লাইট ল্যান্ড করল। বিরতিহীন এই ফ্লাইটটি লস এঞ্জেলেস থেকে ফিনিক্সের ৪১০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে সময় নিয়েছে দুই ঘণ্টা দশ মিনিট। অবতরণের পাঁচ মিনিটের মাথায় বিমানের দরজা খুলে গেল এবং দোরগোড়ায় মুখে কৃত্রিম হাসি নিয়ে হাজির হলো লাল টকটকে চুলের সুন্দরী এক এয়ার হোস্টেস। নিজের রূপ এবং ফিগার নিয়ে তার গর্বের সীমা নেই। তবে প্লেনের এলুমিনিয়ামের সিঁড়ি বেয়ে নামার জন্য দরজায় যে অষ্টাদশী তরুণীটি এসে দাঁড়াল তার অপূর্ব কমনীয় সৌন্দর্যের কাছে মার্কিনি সুন্দরীর রূপের ছটা যেন মলিন হয়ে গেল।

মেয়েটি ঝাড়া পাঁচ ফিট সাত ইঞ্চি লম্বা, একহারা গড়ন। ফর্সা। কৃষ্ণকেশী। অপূর্ব মায়াময় চোখের সৌন্দর্য

শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে ওপরের দিকে সামান্য ওল্টানো ঘন আঁখিপল্লব। ভুরুজোড়া পাখির ডানার মতো ছড়ানো। তার কমলাকোয়া ওষ্ঠজোড়া লাল রঙে রাঙানো। উদ্ধত দুই বুক। সরু কোমর স্পর্শ করে ঢেউ খেলানো কুচকুচে কালো চুলের বন্যা তার চমৎকার গোল নিতম্ব ছুঁইছুঁই করছে। মেয়েটির পরনে অলিভ গ্রিন স্কার্ট, পায়ে সবুজ জুতো। কাঁধে ঝুলছে ঢাকার নকশি ব্যাগ। আমেরিকান এয়ার হোস্টেস তার দিকে রীতিমতো ঈর্ষা নিয়ে তাকাল। তবে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করল না মেয়েটি। স্টুয়ার্ডেসকে মুক্তোর সারির মতো দাঁতের সামান্য ঝলক দেখিয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নিচে। চঞ্চলা হরিণীর ছন্দে পা বাড়াল টার্মিনালের দিকে। ওখানে তার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সমবয়সি দুই তরুণী। এই মেয়েটির নাম শ্রাবণী চৌধুরী।

'আমি এসে পড়েছি!' খুশিতে চিৎকার দিল শ্রাবণী চৌধুরী প্রিয় দুই বান্ধবীকে দেখে। ওদেরকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'শ্যাডো র‍্যাঞ্চে দারুণ একটা ছুটি কাটানোর জন্য আমি একদম তৈরি।' উত্তেজনায় চকচক করছে ওর গভীর কালো চোখ।

'আশা করি প্লেনে আসতে তোমার কোনও সমস্যা হয়নি।' বলল সুজানা শর্মা। দোহারা গড়নের সদা হাস্যোজ্জ্বল মেয়েটাকে গম্ভীর দেখে একটু অবাকই হলো শ্রাবণী।

'মিস্ট্রিটা কী একটু শুনিই না!' শ্রাবণীর কণ্ঠে কৌতূহল।

শেরিল গেল ব্যাগেজ-ক্লেইম সেকশনে শ্রাবণীর স্যুটকেস আনতে। যাবার আগে সুজানাকে চোখ পাকাল। 'আমি আসার আগে রহস্যের কথা ফাঁস করবি না কিন্তু!'

যাওয়ার পথে দুই তরুণীর দিকে অনেকেই ফিরে তাকাল। বিশেষ করে শ্রাবণী চৌধুরীর দিকে। তবে সুজানা শ্যামলা বর্ণের হলেও মুখখানা ভারি মিষ্টি। সে পরেছে নীল সুতির সালোয়ার কামিজ। তার কাঁধছোঁয়া চেস্টনাট কালারের কেশরাজি নিয়নবাতির আলোয় ঝলকাচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে সুজানা জানালো আজ সকালেই নাশতার টেবিলে আংকেল ওদের বলে দিয়েছেন মেয়েদেরকে তিনি বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন। শেরিল বাধ্য হয়ে আগামীকালকের প্লেনের টিকেট করে রেখেছে।

'আমরা আংকেলকে বলেছি তুমি গোয়েন্দা হিসেবে কত পাকা। তোমাকে যেন এই কেস সমাধানের সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু এড আংকেলের ধারণা এটা মেয়েদের জন্য খুব বিপজ্জনক। শেরিল তোমাকে ফোন করেছিল। কিন্তু তুমি ততক্ষণে বাসা থেকে বেরিয়ে গেছ।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুজানা। 'কীরকম খারাপ লাগছে জানো! দারুণ একটা ছুটি কাটাতে পারতাম তিনজনে মিলে।'

ওরা তিন বান্ধবী। লস এঞ্জেলেসের ছোট শহর রিভার হাইটসে থাকে। একই হাইস্কুলে পড়ার সুবাদে বন্ধুত্ব। তবে শ্রাবণীর জন্ম বাংলাদেশে। সুজানার বম্বেতে। শুধু শেরিল রিভার হাইটসে জন্মেছে। সুজানা শেরিলের আপন

একবার আবরার সাহেবের কাছে এক লোক এসেছিল। তার রেস্টুরেন্ট পুড়ে গেছে। সেটার ক্ষতিপূরণ চায় সে। কিন্তু ইনসিওরেন্স কোম্পানি তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে গড়িমসি করছিল। তাই সে রেগে আগুন হয়ে ইনসিওরেন্স কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেবে ঠিক করেছে। শ্রাবণী তখন ওর বাবার চেম্বারেই ছিল কী এক কাজে। আবরার সাহেব প্র্যাকটিস করতে যান লস এঞ্জেলেসের হেড অফিসে। রিভার হাইটস থেকে লস এঞ্জেলেস আশি কিলোমিটার দূরে। তাঁর শোফার আছে। তবে বেশি তাড়া না থাকলে তিনি নিজেই গাড়ি চালান। বাসায় স্টাডিরুমে বসে বিশ্রাম নেন। ওটাকে তিনি অস্থায়ী চেম্বারও বানিয়েছেন। স্থানীয় লোকদের কেসটেসগুলোর কথা শোনেন। এ লোক রিভার হাইটসেরই বাসিন্দা। তাই ওর অভিযোগ শুনতে রাজি হয়েছিলেন আবরার সাহেব। লোকটাকে ওর বাবা যা যা জিজ্ঞেস করছিলেন কান খাড়া করে শুনছিল শ্রাবণী। বাবা জানতে চাইছিলেন, 'আপনার কোনও শত্রু আছে যারা আপনার এত সুন্দর রেস্টুরেন্টটা পুড়িয়ে দিতে পারে?' লোকটা জবাবে বলেছিল, 'ডুগানরা আমাকে দুই চোখে দেখতে পারে না। আমি ব্যবসায়ে লালবাতি জ্বালিয়েছি শুনলে ওরা খুশিই হবে।'

'আর কেউ?' মাথা ঝাঁকালেন আবরার সাহেব। 'দিন কয়েক আগে কয়েকটা কিশোর ছেলেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে বের করে দিয়েছিলাম মারামারি

শ্রাবণী। 'বুঝে গেছি আমি। লোকটা ইনসিওরেন্স কোম্পানি থেকে মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ পাবার লোভে কেরোসিন ঢেলে নিজেই নিজের রেস্টুরেন্টে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, তাই না?' মেয়ের উপস্থিত বুদ্ধি মুগ্ধ করে আবরার সাহেবকে। আরেকবার স্রেফ মেয়ের বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষার জন্য আরেকটা কেসে ওকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। শ্রাবণীর মস্তিষ্ক যে কম্পিউটারের গতিতে চলে নতুন করে আবার টের পেয়েছিলেন তিনি।

সেবার তাদের পড়শি ডরোথি হার্বার্ট আবরার সাহেবকে ফোন করে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। ভদ্রমহিলা বুড়োমানুষ। ভাতিজা নেলসন ছাড়া তাঁর কেউ নেই। তিনি কাঁদতে কাঁদতে জানালেন তাঁর বাসায় চুরি হয়ে গেছে। তাঁর অমূল্য হিরের হারটি চুরি করে নিয়ে গেছে চোর। তিনি পুলিশে খবর দিয়েছিলেন কিন্তু তারা কোনও সুরাহা করতে পারেনি। তাই আবরার সাহেবকে ফোন দিয়েছেন—যদি তিনি এ ব্যাপারে কোনও সাহায্য করতে পারেন। মি. আবরার ক্রিমিনাল ল-ইয়ার। বৃদ্ধার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি চোরকে ধরতে পারবেন।

বিধবা মিসেস ডরোথি হার্বার্টকে আবরার সাহেব এবং শ্রাবণী দুজনেই বেশ পছন্দ করে। সহজ-সরল টাইপের একজন মহিলা। মানুষকে খুব বিশ্বাস করেন। দ্রুত আপন করে নিতে পারেন যে কাউকে। তিনি জানেন আচার খেতে ভালোবাসে শ্রাবণী। তাই বাড়িতে আচার বানালেই এক বয়াম আচার পাঠিয়ে দেন শ্রাবণীর জন্য। বাবা ডরোথি

হার্বার্টের বাসায় যাচ্ছেন শুনে শ্রাবণীও তাঁর সাথে চলল। বাবাইয়ের কাছ থেকে সব কথা শুনে নিয়েছে সে।

মিসেস ডরোথি হার্বার্ট ওদেরকে স্বাগত জানালেন দোরগোড়ায়। কেঁদেকেটে ফুলিয়ে ফেলেছেন চোখ। হাহাকার করে উঠলেন তিনি। 'মি. আবরার, কে আমার এমন ক্ষতি করল! আমি বুড়ো মানুষ।'

'আচ্ছা, আমি দেখছি।' বলে শ্রাবণীকে নিয়ে আবরার সাহেব ঘরে ঢুকলেন। তীক্ষ্ণ চোখে ঘরের চারিদিকে চোখ বোলাতে লাগলেন। ঘরে যেন ঝড় বয়ে গেছে। দেয়ালে ঝোলানো ছবিগুলো টেনে ফেলে দেয়া হয়েছে, আলমারির ড্রয়ারগুলো ভাঙা, ভেতরের জিনিসপত্র ছড়ানো-ছিটানো।

'আমার অমূল্য হিরের হারটা নিয়ে গেছে চোর।' চোখ মুছে বললেন মিসেস হার্বার্ট। 'একশো বছর ধরে এই হার আমাদের পরিবারের কাছে ছিল। ব্যাংকের লকারে রাখিনি কারণ আত্মীয়স্বজনদের অনেকেই এসে হারটি দেখতে চাইত। এখন মনে হচ্ছে ভুলই করেছি। ব্যাংকের লকারে রাখলে ওটা আর চুরি যেত না।'

'হিরের হার ছাড়া আর কিছু কি চুরি গেছে?' জানতে চাইলেন মি. আবরার।

'চোরটা আমার গত বছরে ম্যারাথন দৌড়ে জেতা ট্রফিটা পর্যন্ত নিয়ে গেছে।' মুখ কালো করে জানালো মিসেস হার্বার্টের ভাতিজা নেলসন। সে মাঝারি গড়নের, গাট্টাগোট্টা শরীর।

'কে প্রথম লক্ষ করেছে আপনার বাড়িতে চুরি হয়েছে

এতক্ষণ চুপচাপ থাকা শ্রাবণী অকস্মাৎ মিসেস হার্বার্টের ভাতিজাকে সরাসরি চোর সাব্যস্ত করায় মিসেস হার্বার্ট এবং আবরার দুজনেই দারুণ অবাক হয়ে গেলেন। আর ফুঁসে উঠল নেলসন। 'আমাকে তুমি চোর অপবাদ দিচ্ছ কোন সাহসে, পুঁচকে মেয়ে? আমি কেন আমার ফুপুর হার চুরি করতে যাব?'

'আপনাকে চোর অপবাদ দেয়া হয়নি, মি. নেলসন। আপনি একটা চোর সেই অভিযোগ সরাসরি তোলা হয়েছে।' মিসেস হার্বার্টের দিকে ফিরল শ্রাবণী। 'পুলিশে আবার ফোন দিন, আন্টি। আপনার গুণধর ভাতিজাকে থানায় নিয়ে গিয়ে কয়েক ঘা দিলেই সুড়সুড় করে সব স্বীকার করবে সে।'

'অ্যাই, তুমি কিন্তু আমাকে ভীষণ অপমান করছ!' গলা ফাটাল নেলসন। 'তখন থেকে চোর চোর বলে যাচ্ছ! কী প্রমাণ আছে তোমার কাছে যে ফুপুর হিরের হার আমিই চুরি করেছি?'

'হ্যাঁ, শ্রাবণী, কী প্রমাণ আছে তোমার কাছে যে ওকে চোর বলছ? নেলসন অনেক দিন ধরে আছে আমার কাছে। আমার দেখভাল করছে।' বললেন মিসেস হার্বার্ট। তাঁকে অপ্রস্তুত এবং বিব্রত লাগছে।

'হয়তো এতদিন সুযোগ পায়নি চুরি করার কিংবা মনে মনে প্ল্যান সাজাচ্ছিল। এবারে মওকা পেয়ে চুরিটা করেছে।'

'কিন্তু ও যে চোর সেই প্রমাণ তো তোমাকে দিতে

স্যুট। শ্রাবণী তার সুদৃশ্য এবং ঢাউস হ্যান্ডব্যাগটি লোকটার চেয়ার আর নিজের চেয়ারের মাঝখানে মেঝেতে নামিয়ে রাখল—ছোট টেবিলটিতে জায়গা হচ্ছিল না বলে।

'কী বুনছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল সুজানা। 'কুরুশ কাঠির মাথা বেরিয়ে আছে দেখছি।'

'বাবাইয়ের জন্য সোয়েটার,' বলল শ্রাবণী। 'বাবাইকে জন্মদিনে উপহার দেব। উলটা আসলে নিজের জন্য কিনেছিলাম। কিন্তু বাবাইয়ের রঙটা এমন পছন্দ হলো, ভাবলাম একটা সোয়েটার বুনে তাঁকে অবাক করে দেব। ...আমার সোয়েটার বাবাইয়ের পছন্দ হবে তো?'

'একশোবার হবে। প্রিন্সেস তার বাবাইয়ের জন্য যত্ন করে সোয়েটার বানাচ্ছে তা আবার অপছন্দ হতে পারে!' হাসল সুজানা। 'শোনো, শ্যাডো র‍্যাঞ্চে কয়েকজন হ্যান্ডসাম কাউবয় আছে।' চোখ টিপল ও। 'বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়েছি...' সে আর শেরিল গত একসপ্তাহে কী কী মজা করেছে সোৎসাহে তার বর্ণনা দিতে শুরু করল। ওর চেহারা থেকে গাম্ভীর্য উধাও। প্রিয় বান্ধবীকে কাছে পেয়ে আগের বাচাল সুজানায় পরিণত হয়েছে সে।

শেরিল উইলিয়ামস এসে যোগ দিল ওদের সঙ্গে। ড্রেসের সাথে ম্যাচিং করা বাদামি রঙের লিনেন পার্সটা টেবিলে নামিয়ে রাখল সে। হাতে বড় একটা থার্মোস জগ।

'এক পোর্টারকে দিয়ে তোমার মালপত্র গাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি।' বলল শেরিল। 'থার্মোসটাতে পানি ভরা আছে। মরুভূমি পার হবার সময় তেষ্টা পেলে খাবে। দুই

'কী ঘটেছে?' জানতে চাইল শ্রাবণী।

'ভূতুড়ে এক ঘোড়ার আগমন ঘটে,' জবাব দিল শেরিল।

কৌতূহলে ঝিকিয়ে উঠল শ্রাবণীর চোখ। 'ভূতুড়ে ঘোড়া? আচ্ছা!'

শিউরে উঠল সুজানা। ভূত-প্রেতে তার দারুণ ভয়। 'এমন অদ্ভুত ঘোড়া কেউ কখনও দেখেনি—ধবধবে সাদা রঙ। যেন আলো ফুটে বেরোচ্ছিল গা থেকে। আর শরীর ভেদ করে সবকিছু দেখা যাচ্ছিল। আমরা ওটাকে তেপান্তরের মাঠে ছুটতে দেখেছি।'

'তেপান্তরের মাঠ?' প্রশ্ন করল শ্রাবণী।

'র‍্যাঞ্চে বিশাল একটা মাঠ আছে,' বলল সুজানা। 'লোকে ওটার নাম দিয়েছে তেপান্তরের মাঠ।'

শেরিল জানালো, 'র‍্যাঞ্চের এক কর্মচারী শর্টি স্টিল বলেছে ওটা ডার্ক ভ্যালেনটাইনের ভৌতিক ঘোড়া।'

'ডার্ক ভ্যালেনটাইনটা কে?' জিজ্ঞেস করল শ্রাবণী।

'এক আউট-ল। একশো বছর আগে মারা গেছে।' বলল শেরিল।

'ডার্ক ভ্যালেনটাইনকে নিয়ে রোমান্টিক একটি কাহিনি আছে, বুঝলে।' সোৎসাহে নড়েচড়ে বসল সুজানা। 'সে স্থানীয় শেরিফের মেয়ে ফ্রান্সিস হাম্বারের প্রেমিক ছিল। ফ্রান্সিসের বাবা ছিলেন শ্যাডো র‍্যাঞ্চের মালিক। আউট-ল বলে ডার্ক ভালেনটাইনকে তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। মেয়ের সঙ্গে ভ্যালেনটাইনের রোমান্স তিনি সঙ্গত কারণেই মেনে নিতে পারেননি। ভ্যালেনটাইন এক রাতে